চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১০.০৩.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন কার্যক্রম চলমান থাকবে: মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রামের বাকলিয়া এলাকার জলাবদ্ধতা কমাতে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের চাক্তাই ডাইভার্শন খাল (বীরজাখাল-বৌবাজার) পরিষ্কার ও খনন কাজের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার (১০ মার্চ) এই কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র জলাবদ্ধতার সমস্যা, খালের দখল, পরিষ্কার কার্যক্রম এবং জনসচেতনতা বিষয়ে নাগরিকদের সহায়তা কামনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, মেয়র হিসেবে আমার বর্তমানে মূল ফোকাস হচ্ছে চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা হ্রাস করা, বিশেষ করে নীচু এলাকাগুলোতে। বীরজাখাল এখন আর খাল নেই, এটি যেন একটি ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। চারপাশে শুধু ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। খাল পরিষ্কার না করায় এর অস্তিত্ব প্রায় হারিয়ে গেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে কোমর থেকে গলা পর্যন্ত পানি জমে যায়। এটি ভয়াবহ একটি অবস্থা। এলাকাবাসী জানতে চায়, কিভাবে

এই জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? আমি আশ্বস্ত করতে চাই, আমরা সব ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছি যাতে নগরবাসী দ্রুত এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পায়। আমাদের এখন মূল লক্ষ্য হচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরসন করা এবং জনগণকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেওয়া। বিশেষ করে বাকলিয়া, চানগাঁও, মুরাদপুরসহ নিচু এলাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি জলাবদ্ধতার শিকার হয়। জোয়ারের পানি এবং বৃষ্টির পানি একসঙ্গে মিশে জলাবদ্ধতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সেই সঙ্গে নোংরা পানির কারণে মশার উপদ্রবও বেড়ে যায়। এই খালটির সঙ্গে রাজাখালি খাল যুক্ত, যা সরাসরি কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে মিশেছে। ফলে এই খাল পরিষ্কার না হলে রাজাখালি খালের পানিও বাধাগ্রস্ত হবে এবং কর্ণফুলী নদীতে গিয়ে ময়লা জমতে থাকবে। আমরা শুনে আসছি যে, অনেক বছর ধরে এখানে কোনো মেয়র বা জনপ্রতিনিধি আসেননি পরিষ্কার করতে। আজকে এখানে এসে আমি যা দেখলাম, তাতে মনে হচ্ছে এটি কোনো খাল নয়, বরং একটি গার্বেজ স্টেশন। তাই আমরা এখন থেকে নিয়মিত পরিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনা করব। ইতোমধ্যে তিন-চার মাস ধরে আমাদের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলছে, এবং প্রতিটি খাল পরিষ্কারের আওতায় আনা হচ্ছে।খাল দখল প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, এখানে একটি বড় সমস্যা হলো খালের জায়গা দখল হয়ে গেছে। খালের মধ্যেই কিছু বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে, যা পানির স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে দিচ্ছে। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাইড় জনগণের দুর্ভোগ কমানোর জন্য যদি খালের ওপর কোনো অবৈধ স্থাপনা থাকে, তাহলে আমরা তা ভাঙতে বাধ্য হবো। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো, জলাবদ্ধতা থেকে নগরবাসীকে মুক্ত করা।"সিডিএর (চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) আওতায় যে জলাবদ্ধতা নিরসনের প্রকল্প চলছে, তা এ বছর শেষ হচ্ছে না। আগামী বছরের জুন-জুলাই নাগাদ এই প্রকল্প শেষ হবে। তার আগ পর্যন্ত আমাদের নালা ও খালগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে, যাতে জলাবদ্ধতার সমস্যা কিছুটা হলেও কমে।"এলাকাবাসী পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে গাফিলতির অভিযোগ করলে মেয়র বলেন, "আমরা চাই প্রতিদিন এখানে সিটি কর্পোরেশনের ময়লা অপসারণের গাড়ি আসুক। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দুই মাসেও একবার গাড়ি আসে না, যা দুঃখজনক। তাই আমি পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিচ্ছি, প্রতিদিন যেন গাড়ি এসে ময়লা সংগ্রহ করে। "আমরা চট্টগ্রামের ৪১টি ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চালু করছি। প্রতিটি ওয়ার্ডে ডোর-টু-ডোর ময়লা সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ একটি দল গঠন করা হবে। এতে করে জনগণ আরও বেশি সুবিধা পাবে। তবে শুধু পরিষ্কার করলেই হবে না, আমাদের জনগণের অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে।সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আমাদের অনেকের মনের মধ্যে ডাস্টবিনে ময়লা ফেলার সংস্কৃতি নেই। যত্রতত্র ময়লা ফেলার মানসিকতা থেকে আমাদের বের হতে হবে। জনগণের সুবিধার জন্য ডোর-টু-ডোর সেবাটা চালু করা হচ্ছে। পাশাপাশি, পলিথিন, প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য যত্রতত্র না ফেলার বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। প্লাস্টিক ও পলিথিন পানিতে পচে না, ফলে এগুলো জলাবদ্ধতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এসব বস্তু যথাযথভাবে নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে। আমরা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতা, পেশাজীবী সংগঠন এবং মহল্লার সরদারদের সম্পৃক্ত করেছি, যাতে সবাই মিলে এ উদ্যোগের সফলতা নিশ্চিত করতে পারে। যেহেতু এখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর নেই, তাই এলাকাবাসীকেই উদ্যোগী হতে হবে। আমরা চাই সবাই একসঙ্গে কাজ করুক এবং এই জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা রাখুক।এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব শর্মা, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

অস্বচ্ছল রোজাদারদের জন্য বিদ্যানন্দের "এক টাকায় রোজার বাজার"

আমাদের সমাজে এমন অনেক অসহায়-নিঃস্ব মানুষ আছেন, যারা সাহরি ও ইফতারে সামান্য খাবার জোগাড় করতেও হিমশিম খায়। বছরের অন্য সময় কোনোভাবে চলে গেলেও বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে তারা আরও দুর্ভোগ ও দূর্দশায় আছেন। অনেক মানুষ লজ্জায় মানুষের কাছে চাইতেও পারেননা। এ ধরনের মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া সামর্থ্যবান প্রতিটি মানুষের নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য।এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দুস্থ রোজাদারদের পাশে দাড়াতে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন প্রতিবছরের ন্যায় এবারো দেশব্যাপী "১ টাকায় রোজার বাজার" পরিচালনা করছে। চট্রগ্রামে চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় প্রতিদিন হাজারো ছিন্নমূল রোজাদারদের ইফতার-সাহরি খাওয়ানোর পাশাপাশি নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য "১ টাকায় বাজার" এর আয়োজন করছে। সোমবার সকাল ১১ টায় নগরীর বিপ্লব উদ্যানে এই বাজারের উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র ডা: শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, বিদ্যানন্দের আজকের এই "এক টাকায় রোজার বাজারে" এসে আমার মনে হচ্ছে শায়েস্তা খার আমল ফিরে এসেছে। অভাবী মানুষ জন এখান থেকে ১ টাকা মুল্য পরিশোধ করে হাজার টাকার অধিক পন্য বাছাই করার স্বাধীনতা পাচ্ছে। এই আইডিয়া অভাবনীয় প্রশংসার দাবি রাখে। বিদ্যানন্দ থেকে দেখে যদি সমাজের অন্যান্য বিত্তবানেরা মানুষের পাশে এগিয়ে আসেন তাহলে এই রমজানে মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সরেজমিনে দেখা যায়; নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নিম্ন আয়ের মানুষজন উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পন্য বাজার করছেন। তাদের চোখে মুখে হাসি। কারন কোন ভিক্ষা নয় মাত্র ১ টাকা দিয়ে তারা নিজেদের পছন্দে হাজার টাকার বাজার করার সুযোগ পেয়েছেন। এই বাজারে দেখা মিলেছে চাল-ছোলা ডাল তেল ডিম সহ ২১ রকমের পন্য! একটি পরিপূর্ণ সুপারশপ! এই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ১ কেজি চাল ১ টাকায়, ১ কেজি ছোলা ২ টাকায়, ১ ডজন ডিম ২ টাকায়, ১ লি: তেল ৪ টাকায় কিংবা ১ টি মুরগী ৬ টাকায়। যদিও তারা মাত্র ১ টাকা দিয়ে ২০ টি টোকেন মানি পান যেটি দিয়ে তারা বিভিন্ন কাউন্টারে গিয়ে বাজার করার সুযোগ পান। বাজারের সিস্টেম বুঝিয়ে দিতে পযাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছে। বিদ্যানন্দের গভর্নিং বডির পরিচালক জামাল উদ্দিন বলেন "রমজান মাস কে বলা হয় "সহমর্মিতার মাস"। কেননা এক মাসের রোজা পালনের দ্বারা রোজাদার ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে তার অন্তরে আর্ত-পীড়িত ও ব্যথিত মানব-গোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা জাগে। রোজাদারের উচিত তার এই জাগ্রত সহানুভূতিকে কাজে লাগানো এবং তাদের ব্যথা উপশমে কার্যকরী ভূমিকা রাখা। তা বুদ্ধি-পরামর্শ ও কায়িক সহযোগিতা এবং দান-দক্ষিণা বিভিন্নভাবেই হতে পারে। বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন ও তার স্বেচ্ছাসেবী দাতারা সেই কাজটিই বছরের পর বছর করে যাচ্ছে। আজকেই এই বাজারে ৫০০ শতাধিক দরিদ্র পরিবার ১ টাকা দিয়ে কমপক্ষে ১০০০ টাকার নিত্যপন্য নিয়ে যেতে পারবেন যা তাদের এই দু:সময়ে একটি হলেও স্বস্তি নিয়ে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস"

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে পাচলাইশ থানার ওসি মো: সোলেমান, মেয়রের একান্ত সচিব মারুফুল হক মারুফ, রাজনৈতিক সচিব জিয়া উদ্দিন,গনমাধ্যমের সাংবাদিক বৃন্দ সহ বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গাউছুল আজম জামে মসজিদের উন্নয়নের লক্ষে মেয়রের অনুদানের চেক হস্তান্তর

চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন হামজার বাগ হযরত গাউসুল আজম (রা.) জামে মসজিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন'র পক্ষ থেকে মসজিদ কমিটির কাছে এক লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করেন মেয়রের ব্যক্তিগত মিডিয়া সহকারী জাসেদ রিয়াদ। এসময় মসজিদ কমিটির পক্ষে চেক গ্রহণ করেন মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামসুল আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মসজিদ কার্যকরী কমিটির এক নম্বর সদস্য ও প্রকল্প কমিটির মেম্বার মোঃ আবুল খায়ের, হযরত জুলমানশাহ জামে মসজিদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ আওয়াল শাহিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা এনামুল হক সওদাগর, মোঃ জহির, মোহাম্মদ আজমসহ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মী ও মসজিদ কমিটির আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮